দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 DEC 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

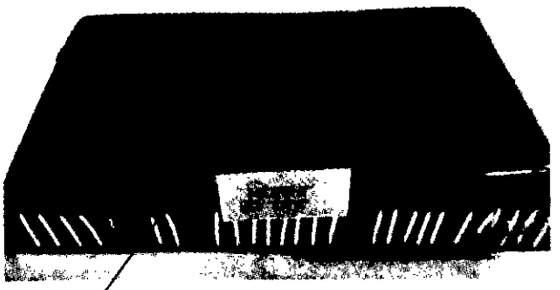

জাতীয় পতাকার আদলে কেক দেখে ক্ষুব্ধ শিক্ষামন্ত্রী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

জাতীয় পতাকার আদলে কেক বানিয়ে এবং তা কেটে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে বিপাকে ফেলার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। এই কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ারও দাবি উঠেছে। তবে শিক্ষামন্ত্রী জাতীয় পতাকার আদলে তৈরি ওই কেক কাটেননি এবং তিনি বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

গত রবিবার রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিজয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে আলোচনা শেষে বিজয় পালনের জন্য একটি কেক কাটারও পর্ব ছিল। উদযাপন কমিটির কয়েকজন সদস্য রাজধানীর একটি দোকান থেকে কেকও এনেছিলেন। কেকটি তৈরি করা হয়েছিল অবিকল জাতীয় পতাকার আদলে। চারপাশে সবুজ, মাঝখানে বৃত্তাকার লাল। আলোচনা শেষে মন্ত্রী যখন কেক কাটতে যান, তখন কেকটি দেখে বিব্রত ও ক্ষুব্ধ হন। তিনি বলেন, 'আমি কি জাতীয় পতাকা কাটবো?' মন্ত্রী কেক না কেটে সেখান থেকে সরে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়েন।

তবে পতাকা সদৃশ এ কেকের পরিকল্পনার জন্য মনিটরিং অ্যান্ড ইভাল্যুয়েশন শাখার উপ-পরিচালক কামাল উদ্দিন হায়দার, মাউশির পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার উপ-পরিচালক খুরশীদ আলমকে দায়ী করছেন মাউশির বেশিরভাগ কর্মকর্তা। তবে কামাল উদ্দিন হায়দার এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'আপ্যায়ন কমিটিই এ কাজ করেছে। আমি ওই পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

জাতীয় পতাকার

২০ পৃষ্ঠার পর

কমিটির সদস্য ছিলাম না।' আপ্যায়ন কমিটির সদস্য সচিব খুরশীদ আলম বলেন, 'আসলে এটা ভুল হয়ে গেছে। এটা করা ঠিক হয়নি।'

মাউশির একাধিক কর্মকর্তা জানান, মন্ত্রীকে বিপাকে ফেলার জন্য এটি কেউ করতে পারে। মন্ত্রী যদি ভুলক্রমে এই কেক কাটতেন তাহলে তা নিয়ে নানামুখী সমালোচনা হতো। তবে কেউ কেউ বলেছেন, মাউশির অতি উৎসাহী কিছু কর্মকর্তা দাপ্তরিক কোন কাজ না করে বিভিন্ন ভাবে মন্ত্রীকে খুশি রাখতে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। এরাই এই কাজ করেছেন। তবে যারাই করে থাকুক বিষয়টি খতিয়ে দেখছে মন্ত্রণালয়।